২০০৩ সালের ১১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায়। কর্মশালাটির বিষয় ছিল "Folk Language in the perspective of Socio-Linguistics"। কর্মশালাতে অংশগ্রহণ করে ভাষা চর্চার নানা অজানা দিক উন্মোচিত হয় আমার সামনে। একই সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের সঙ্গে। বলা যেতে পারে এই দুইয়ের সমন্বয়েই আজকের এই গবেষণা নিবন্ধের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে ওঠে। উনার পরামর্শেই "মালদহ জেলার দক্ষিণ অংশের বাংলা কথ্যভাষা ঃ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণার কাজ শুরু করি।

মালদহ এক ইতিহাস সমৃদ্ধ জেলা। বিভিন্ন শাসকেরা এখানে রেখে গেছেন তাদের শাসনগত বিভিন্ন স্মারক ও নানা কাহিনি। শাসকেরা চলে গেলেও তাদের সঙ্গে আসা অনেক মানুষজনই এখানে থেকে গেছেন। তাদের বংশগত ও সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকারীরা এখানে সৃষ্টি করেছেন এক মিশ্র সংস্কৃতির। এখানকার ভাষা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে যে এখানকার ভাষাও তাই মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা বিভিন্ন সম্পদায় ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এর গড়ে ওঠা। এছাড়াও ভৌগোলিক দিক থেকে এ জেলার অবস্থান এরকম - পূর্বে বাংলাদেশ,উত্তর পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে উত্তর দিনাজপুর জেলা ও বিহার রাজ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ -পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে বিহার ও ঝাড়খন্ড, দক্ষিণে গঙ্গার ওপারে মুর্শিদাবাদ জেলা। এই অবস্থানও মিশ্র ভাষাবৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। জেলা একটি ; কিন্তু ভৌগোলিক ও ভূ-প্রকৃতিগত বিভাজন একাধিক - টাল, বরিন্দ্ ও দিয়ারা। এক একটি অঞ্চল পরস্পরের থেকে পৃথক; ভূ-প্রকৃতিগত দিকের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত দিক হতেও। তাই প্রত্যেকটি অঞ্চলের স্বতন্ত্রভাবে ভাষা জরিপ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

যাঁর সুপরামর্শে ও সস্নেহে এই ভাষা জরিপ ও ভাষা আলোচনার পথে অগ্রসর হওয়া; তাঁর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম। এছাড়াও এই বিভাগেরই ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. মঞ্জুলা বেরা,ড. সুবোধ কুমার যশ, ড. নিখিলেশ রায়, ড. দীপক কুমার রায় ও ড. উৎপল মন্ডল নানা সময়ে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সুপরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও নমস্কার রইল।

প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ও সমস্ত অধ্যাপক -অধ্যাপিকা, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক -অধ্যাপিকা বৃন্দ এবং আমার কলেজের বাংলা বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ সব সময়েই উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মালদা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী সন্তোষ চক্রবর্তী মহাশয় মালদহের ভাষার উপর কাজ করছি জেনে খুব খুশি হয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

ধন্যবাদ জানাই মালদহ জেলার সর্বস্তরের মানুষকে; যাঁরা নানাভাবে আমার কাজে সাহায্য করেছেন। অসংখ্য পঞ্চায়েত কর্মী, প্রধান ও গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,

সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলির বি.ডি.ও. এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানুষজনও ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে অকুন্ঠ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের শ্রী শুভঙ্কর দাস অকুন্ঠ সাহায্য করেছেন। অগ্রজপ্রতিম এই মানুষটিকে আমার প্রণাম জানাই। ধন্যবাদ জানাই ভূতনী-দিয়ারার হীরানন্দপুরের প্রাণীসম্পদ বিভাগের কর্মী শ্রী ইন্দ্রজিৎ মন্ডল মহাশয়কে এবং বাখরাবাদ পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি শ্রী জীবানন্দ পান্ডে মহাশয়কে। এরকম অসংখ্য মানুষ যারা তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন; তাঁদের সকলকেই আমার অভিনন্দন জানাই।

ভাষার নমুনা, ছড়া, গান, লোককাহিনি ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অকুন্ঠ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আন্তরিক ভাবে সাহায্যও করেছে। নাজেমা খাতুন, নিবেদিতা দাস, তনশ্রী সাহা, সাবির আহম্মেদ, সামিরুল ইসলাম, প্রতাপ ঘোষ, পিন্টু সিংহ, সুকুমার মন্ডল, মহঃ সাহাজান, প্রবীর মন্ডল, অনিমেষ চৌধুরী, কৌশিক পান্ডে, জয়দেব রায়, চন্দ্রশেখর ঘোষ, রাজকুমার মন্ডল, জিয়াউল , কুহেলি সরকার, পূর্ণিমা প্রামাণিক, প্রীতিকণা চন্দ, মুনমুন চ্যাটার্জী, সঞ্জু সাহা, মৌসুমী কর্মকার, গৌরব কর্মকার, সিদ্ধার্থ সাহা সহ আরও অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে; যাদের অবদান ভোলার নয়। বন্ধু স্থানীয় অধীর কুমার সরকার (শিক্ষক) বইপত্র দিয়ে ও আরো নানাভাবে সাহায্য করেছে। এদের সকলকে আমার হৃদয়ের ভালোবাসা জানাই।

ধন্যবাদ জানাই মালদা কলেজের পরিচালন সমিতিকে; যারা বারে বারে ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন। ইউ.জি.সি.র. পূর্বাঞ্চলীয় শাখা, সল্টলেক দপ্তরের বিভাগীয় কর্মী ও আধিকারিকদেরও ধন্যবাদ জানাই, যারা আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। ড. প্রদ্যোত ঘোষ, ড. পুষ্পজিৎ রায় সহ অসংখ্য মানুষ রয়েছেন, যারা প্রতিনিয়ত কোন না কোন ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের সকলকেই আমার শ্রদ্ধা জানাই।

বাবা ও মায়ের আশীর্বাদ না থাকলে এই কাজ করা সম্ভব হত না, তাঁদের প্রণাম জানাই। সহধর্মিণী মধুমিতা এবং ভাই নান্টু পাশে থেকে উৎসাহ যুগিয়েছে। শিশুকন্যাদ্বয় শ্রেষ্ঠা ও স্তুতি স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে পরোক্ষ ভাবে এই কাজে সাহায্য করেছে। পরিবার সহ আত্মীয়স্বজন সকলের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সুজয় ঘোষ
জুলাই, ২০১১